



193281 - আল্লাহর মাস 'মুহররম'-এ বয়ি করা মাকরুহ হওয়া মরম্বে যে সব কথাবার্তা ছড়ানো হচ্ছে

প্রশ্ন

'মুহররম' মাসে বয়ি করা কি মাকরুহ; যমেনটি আমি কিছু লোকের কাছে শুনছি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

'মুহররম' মাসে তথা যে মাসটি চন্দ্র বছরে প্রথম মাস; সে মাসে বয়ি করতে বা বয়িরে প্রস্তাব দিতে কোন অসুবিধা নাই। এটি মাকরুহও নয়; হারামও নয়। এ সংক্রান্ত অনেকে দলিলের কারণে:

এক:

বৈধতা ও দায়মুক্ততার মূল বধিানের ভিত্তিতে; যে ক্ষেত্রে এমন কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি যা মূল বধিানকে পরিবর্তন করতে পারে। আলমেদের মাঝে মতকৈয়পূরণ একটি নীতি হল: "অভ্যাস ও কর্মগুলোর মূল বধিান হল বৈধতা; যতক্ষণ না নিষিদ্ধতার দলিল উদ্ধৃত হয়"। যহেতে কুরআন-হাদিসে, আলমেদের ইজমা-কিয়াসে এবং সলফে সালহীনদের উক্তিতে এমন কিছু উদ্ধৃত হয়নি যা 'মুহররম' মাসে বয়ি করতে বাধা দেয়; সুতরাং মূল বৈধতার বধিানের উপর আমল করা হবে ও ফতোয়া দেওয়া হবে।

দুই:

বৈধতার পক্ষে আলমেগণের ইজমা রয়েছে; নদিনে পক্ষে সটো ইজমা সুকুতী (নিরবতামূলক ইজমা)। যহেতে আমরা সাহাবায়েরে, তাবয়ীন, গ্রহণযোগ্য ইমাম এবং আমাদের যামানা পর্যন্ত তাদের অনুসরণকারী পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি এমন কোন আলমে পাইনি যিনি 'মুহররম' মাসে বয়ি করাকে বা বয়িরে প্রস্তাব দয়োক'ে হারাম বলছেন কিংবা মাকরুহ বলছেন।

যে ব্যক্তি এ মাসে বয়ি করা থেকে বারণ করেন তার কথা বাতলি ও অশুদ্ধ হওয়ার জন্য দলিল হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে এটি এমন ফতোয়া যতের পক্ষে কোন দলিল নাই এবং কোন আলমেরে বক্তব্য নাই।

তনি:

'মুহররম' মাস একটি সম্মানতি ও মর্যাদাবান মাস। এ মাসেরে ফযলিতরে ব্যাপারে উদ্ধৃত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়া সাল্লামেরে বাণী: "রমযান মাসেরে পর সবচয়ে উত্তম হচ্ছে মুহররম মাসেরে রোযা।"[সহি মুসলিমি (১১৬৩)]

যে মাসকে আল্লাহ্নজিরে দকি সম্বোধতি করছেন (شهر الله المحرم – আল্লাহর মুহররম মাস) এবং যে মাসে রোযা রাখা অন্য মাসে রোযা রাখার চয়ে অধিকি সওয়াবপূর্ণ এমন মাসে এ ধরণের কাজেরে ক্ষতেরে বরকত ও মর্যাদা সন্ধান করা যুক্তযুক্ত। এমন মাসে বযিদগ্রস্ত থাকা, বযি করতে ভয় পাওয়া ও বযি করাকে অশুভ মনে করা ঠিকি নয়; যা হচ্ছে জাহলৌ কুসংস্কার।

চার:

যদি কটে এই বলে দলিলি দতি চায় যে, এ 'মুহররম' মাস হচ্ছে এমন মাস যে মাসে হুসাইন বনি আলী (রাঃ) শাহাদাত বরণ করছেন; যমেনটি কিছু রাফযেরি করে থাকে; তাহলে তাকে বলা হবে: নঃসন্দহে তাঁর শাহাদাতেরে দিনি ইসলামেরে ইতিহাসে একটি অপূরণীয় ক্ষতরি দিনি। কিন্তু তা সত্ববে সটে সেই দিনে বযি করা বা বযিরে প্রস্তাব দয়ো হারাম হওয়াকে আবশ্যিক করে না। আমাদরে শরয়িতে প্রতি বছর বযিদকে নবায়ন করা ও শোককে এভাবে জারী রাখা যাতে করে সটে আনন্দরে প্রকাশককে বাধাগ্রস্ত করে এমন কিছু নাই।

যারা এমন বক্তব্য দিচ্ছেন আমাদরে এ অধিকার রয়েছে যে, তাদেরকে জিজ্ঞেসে করব: যাই দিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গছেন সেই দিনি কি উম্মতে মুসলিমির উপর এর চয়ে বড় মুসীবত অবতীর্ণ হয়নি! তাহলে সেই গোটো রবউল আউয়াল মাসে কনে বযি করা হারাম করা হয় না?! কোন সাহাবী থেকে, নবী পরবারেরে কোন সদস্য থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী কোন আলমে থেকে এটি হারাম হওয়া বা মাকরূহ হওয়ার মর্মে কোন উদ্ধৃতি বর্ণিত হলে না কেনে!!

এভাবে আমরা যদি যাই দিনিই কোন নবী পরবারেরে সদস্য বা অন্যদেরে মধ্য থেকে কোন বড় ইমামেরে মৃত্যুতে বা শাহাদাতেরে প্রক্ষেপিতে আমরা শোককে নবায়ন করতে থাকি তাহলে আনন্দ ও খুশরি দিনি ও মাসগুলো সংকীরণ হয়ে যাবে এবং মানুষ এমন সংকটে পড়ে যাবে যা থেকে উত্তরণেরে শক্তি তাদেরে নাই। কোন সন্দহে নাই ধর্মীয় ক্ষতেরে নতুন প্রবর্তনেরে অনষ্টি সর্বপ্রথম প্রবর্তনকারীদের উপরে বর্তায়; যারা শরয়িতেরে বরখলোফ করে এবং শরয়িত পরপূর্ণ হওয়া ও আল্লাহর মনোনীত হওয়া সত্ববে তারা এতে সংশোধনী দতি আসে।

কোন কোন ঐতিহাসিকি উল্লেখ করছেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ অভিমত প্রকাশ করছেন; বরং সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মুহররম মাসেরে শুরুতে শোকবহ দৃশ্যগুলো নবায়ন করার প্রথা চালু করছেন তিনি হচ্ছেন- শাহ ইসমাইল আস-সাফাভী (৯০৮-৯৩০হঃ)। ঠিকি যমেনটি উল্লেখ করছেন ড. আলী আল-ওয়ারদী "লামহাতুন ইজতমাইয়্যা ফি তারখিলি ইরাক্ব" গ্রন্থে (১/৫৯): শাহ ইসমাইল শিয়া মতবাদ প্রচারেরে ক্ষতেরে কেবল ভীতি প্রদর্শনেরে মধ্যকে ক্যান্ত থাকেনি; বরং আরও একটি মাধ্যম গ্রহণ করছেন। সটে হচ্ছে প্রচারণা ও তুষ্টকরণেরে মাধ্যম। তিনি হুসাইন (রাঃ) এর হত্যা-বার্ষিকী উদযাপনেরে নরিদশে দনে ঠিকি যে পদ্ধতিতে বর্তমানে পালতি হচ্ছে সে পদ্ধতিতে। ইতিপূর্বে হজিরী চতুর্থ শতকে বাগদাদে বুওয়াইহদি



(Buwayhid) রাজাগণ এ অনুষ্ঠান উদযাপন করা শুরু করছিলেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে এটি উপেক্ষিত হয় এবং এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশেষে এলেন শাহ ইসমাইল। তিনি এ অনুষ্ঠানের আরও উন্নয়ন করেন, এর সাথে তাযিয়া (শোক)-র বঠিকগুলো যুক্ত করেন; যাতে করে এ অনুষ্ঠান দলিরে উপর শক্তিশালী প্রভাব তরৌ করে। এ কথা বললেও ঠিকি হবে যে: ইরানে শিয়া মতবাদরে বসিতার লাভে এটাই ছিল প্রধান চালকিশক্তি। কনেনা এর মধ্যে বসিদ ও কান্নার বহিঃপ্রকাশ, ব্যাপক হারে পতাকা উড়ানো ও তবলা বাজানো ইত্যাদি কর্মগুলো অন্তররে গভীরে বশ্বাসকে প্রোথতি করে এবং হৃদয়রে প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীগুলাের উপর আঘাত হানে।"[সমাপ্ত]

পাঁচ:

কনেন কনেন ঐতিহাসিকি ফাতমি (রাঃ) এর সাথে আলী (রাঃ) এর ববাহ হজিরী তৃতীয় সালরে প্রথম দকিে অনুষ্ঠতি হওয়ার অভমিতকে প্রাধান্য দয়িছেন।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

"ইবনে মানদা" রচতি 'আল-মারফি' গ্রন্থ থেকে বাইহাকী উদ্ধৃত করছেন যে, আলী (রাঃ) ফাতমি (রাঃ) কে বয়িে করছেন হজিরতরে এক বছর পর এবং তার সাথে ঘর সংসার শুরু করছেন অন্য বছর। অতএব, আলী (রাঃ) ফাতমি (রাঃ) এর সাথে বাসর করছেন তৃতীয় হজিরীর প্রথম দকিে।["আল-বদিয়া আন-নহিয়া" (৩/৪১৯) থেকে সমাপ্ত]

এ মাসয়ালায় আরও কিছু কথাবার্তা রয়েছে। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল কনেন আলমে মুহররম মাসে বয়িে করার বপিক্ষে বলেননি। বরং যে ব্যক্তি মুহররম মাসে বয়িে করবে তার জন্ম আমীরুল মুমনৌন আলী (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কণ্যা সাইয়্যদো ফাতমি (রাঃ) এর ববাহরে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।